কলকাতা হাই কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও

এর ক্ষেত্রে সীতা লাহিড়ীর (মৃত) বনাম কেউ নয়

পি. এল. এ- ৯/২০১৬, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৫.১১.২০২২

উত্তরাধিকার আইন (৩৯/১৯২৫), ধারা ২৭৬, ধারা ৬৩ সাক্ষ্য আইন (১/১৮৭২), ধারা ৬৮, ধারা ৬৯-প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য আবেদন- উইলের প্রমাণকোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি কিন্তু উপস্থিত সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি টেস্ট্যাট্রিক্সের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে, টেস্ট্যাট্রিক্স এবং প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা উক্ত শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টে তাদের স্বাক্ষর করেছেন-একই পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী উইল প্রমাণ করেছেন এবং উইল-প্রবেটে সন্দেহজনক কিছু বলে মনে হয় এমন কোনও পরিস্থিতি ছিল না, যা সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির উইল এবং টেস্টামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবেট মঞ্জুর করা হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ ১৩,১৪,১৫)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে রূপক ঘোষ শ্রীমতি মধুরিমা দাস;

1. **আদেশঃ আবেদনকারী মৃত সীতা** লাহিড়ীর ২১ শে মে, ১৯৮০ তারিখের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের বিষয়ে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য তাৎক্ষণিক আবেদন দায়ের করেছেন।

2. প্রয়াত সীতা লাহিড়ী তাঁর স্বামী আশিস রঞ্জন লাহিড়ীকে একমাত্র কার্যনির্বাহী হিসাবে নিয়োগ করে শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট সম্পাদন করেছিলেন, যিনি বর্তমানে মৃত, এবং তাঁর মৃত্যুর কারনে তাঁর কন্যা শ্রীমতী মনিকা সরকার, এখানে তাঁর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের একমাত্র কার্যনির্বাহী হিসাবে রয়েছেন।

3. আবেদনকারীর মায়ের ২৮শে জুন, ২০1৪ তারিখে মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি নিম্নলিখিত আইনি উত্তরাধিকারীদের রেখে গেছেনঃ

i. শ্রীমত মনিকা সরকারের কন্যা (এখানে আবেদনকারী)

ii. শ্রীমতি শিবানী গাঙ্গুলির কন্যা

iii. শ্রীমতি কনিকা ভট্টাচার্য কন্যা

iv. রাধা রানী চট্টোপাধ্যায় কন্যা।

4. আবেদনকারীর বাবা তাঁর স্ত্রীর পূর্ব-মৃত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ১৯৮২ সালের ২৭শে মার্চ মারা যান এবং তাঁর স্ত্রী এবং উপরোক্ত চার কন্যাকে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যান।মায়ের মৃত্যুর পর আবেদনকারী ২১ শে মে, ১৯৮০ তারিখের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য তাৎক্ষণিক আবেদন দায়ের করেছেন।

5. প্রোবেট অনুমোদনের জন্য বর্তমান আবেদন দাখিল করার সময় আবেদনকারী সম্পত্তির হলফনামা এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে একজন উত্তম ভট্টাচার্যের হলফনামা দাখিল করেছেন।

6. মৃত সীতা লাহিড়ীর কোনও আইনি উত্তরাধিকারী মোকদ্দমা স্থগিত রাখার কোন আইনী নোটিশ (ক্যাভিয়েট) দাখিল করেননি এবং সেই অনুসারে আবেদনকারী সাধারণ উদ্ধৃতি এবং বিশেষ উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ ভাবে উদ্‌ধৃতি অনুসারে, আবেদনকারী ২০১৭ সালের ৬ই আগস্ট ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র স্টেটসম্যান এবং বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র বর্তমান পত্রিকায় এই মামলার নোটিশ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নোটিশ প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোনও সতর্কতা ক্যাভিয়েট জারি করা হয়নি।

7. আবেদনকারী মৃত সীতা লাহিড়ীর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টকে প্রমাণ করার জন্য কমিশনে দু 'জন সাক্ষীর পরীক্ষা করেছেন ঃ-

i. উত্তম ভট্টাচার্য-উইলের উপস্থিত সাক্ষী।

ii. শ্রীমতি মনিকা সরকার-আবেদনকারী (নির্বাহী)।

8. শ্রী উত্তম ভট্টাচার্য তাঁর পরীক্ষার সময় শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টটি চিহ্নিত করেছেন।২১ শে মে, ১৯৮০ এবং সনাক্তকরণের পরে, উইলটি প্রদর্শ-'এ' হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং টেস্টাট্রিক্সের স্বাক্ষর প্রদর্শ-'এ/১' হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রত্যয়িত সাক্ষীদের স্বাক্ষর এ/২, এ/৩ এবং এ/৪ হিসাবে প্রদর্শিত হয়।সাক্ষী উত্তম ভট্টাচার্য তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে সীতা লাহিড়ী যখন উইলটি কার্যকর

করেছিলেন তখন তিনি তাঁর বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন।তিনি আরও বলেন, সীতা লাহিড়ী যখন উইল সম্পাদন করেছিলেন, সেই সময় শিবশঙ্কর সাহা, নিমাই কুমার কুন্ডু এবং তারাপদ সাহা নামে তিনজন সাক্ষীও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে সাক্ষীদের উক্ত উইল-এ সাক্ষীরা স্বাক্ষর করেছেন।তিনি আরও বলেন, আবেদনকারী ছাড়া বাকি তিন মেয়েও মৃতের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন।সাক্ষী এও বলেন যে, উইল সম্পাদনের সময় সীতা লাহিড়ী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

9. আবেদনকারী তার সাক্ষ্যের সময় তার বাবা ও মায়ের মৃত্যু প্রমাণ করেছেন এবং মায়ের মৃত্যু শংসাপত্রটি প্রদর্শ-'বি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।তিনি উক্ত উইলটিতে তাঁর মায়ের স্বাক্ষরগুলিও চিহ্নিত করেছেন এবং আরও বলেছেন যে তাঁর মা মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন।

10. বর্তমান মামলায়, উইল প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্যদানরত কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি তবে আবেদনকারী উত্তম ভট্টাচার্য নামে উপস্থিত সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন।

11. উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারাটি নিম্নরূপঃ

"৬৩ সুবিধাবঞ্চিত উইলগুলির কার্যকরণ।প্রত্যেক সাক্ষী, অভিযানে নিযুক্ত সৈনিক না হয়ে বা প্রকৃত যুদ্ধে নিযুক্ত না হয়ে, [অথবা এইভাবে নিযুক্ত বা নিযুক্ত বিমানচালক] বা সমুদ্রে নাবিক না হয়ে, নিম্নলিখিত নিয়ম অনুযায়ী তার উইল কার্যকর করবেঃ_

(a) উইলকারী উইলটিতে স্বাক্ষর করবেন বা তার চিহ্ন লাগাবেন, অথবা এটি তার উপস্থিতিতে এবং তার নির্দেশে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

(b) উইল কারীর স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা তাঁর পক্ষে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এটি প্রদর্শিত হয় যে এটি একটি উইল হিসাবে লেখাটিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

(c) উইলটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী দ্বারা প্রত্যয়িত হবে, যাদের প্রত্যেকে উইলটিতে উইলকারীকে স্বাক্ষর করতে বা তার চিহ্ন সংযুক্ত করতে দেখেছে বা

উইলকারীর উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে অন্য কাউকে উইলটিতে স্বাক্ষর করতে দেখেছে,উইলকারীর নির্দেশে বা উইলকারীর কাছ থেকে তার স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পেয়েছে; এবং প্রতিটি সাক্ষী উইলকারীর উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করবে, তবে একই সময়ে একাধিক সাক্ষী উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না এবং কোনও নির্দিষ্ট ধরনের প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হবে না।

12. সাক্ষ্য আইনের ৬৮ এবং ৬৯ ধারা নিম্নরূপঃ

"৬৮।আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় নথি সম্পাদনের প্রমাণ প্রত্যায়িত করা হবে।যদি কোনও নথির আইন দ্বারা প্রত্যায়িত হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে এটি প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে না যতক্ষণ না কমপক্ষে একজন প্রত্যায়িত সাক্ষীকে তার মৃত্যুদণ্ড প্রমাণের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, যদি কোনও প্রত্যায়িত সাক্ষী জীবিত থাকে এবং আদালতের প্রক্রিয়া সাপেক্ষে এবং প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়ঃ

[তবে শর্ত থাকে যে, ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯০৮ (১৬/১৯০৮)-এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত উইল ছাড়া অন্য কোনও নথির কার্যকরণের প্রমাণ হিসাবে কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে ডাকতে হবে না, যদি না যে ব্যক্তির দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছে বলে মনে করা হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা তার কার্যকরকরণ বিশেষভাবে অস্বীকার করা হয়।]

৬৯। প্রমাণ যেখানে কোন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া যায় না।যদি এই ধরনের কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া না যায়, বা যদি নথিটি যুক্তরাজ্যে কার্যকর করা হয়েছে বলে মনে হয়, তবে এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর প্রত্যয়ন অন্তত তার হাতের লেখায় রয়েছে এবং নথিটি সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে।

13. এই মামলায় যেহেতু প্রত্যায়িত সাক্ষীদের কাউকেই পরীক্ষা করা হয়নি কিন্তু উপস্থিত সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং উক্ত উপস্থিত সাক্ষী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি টেস্ট্যাট্রিক্সের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে টেস্ট্যাট্রিক্স এবং প্রত্যায়িত সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন
উক্ত শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টে স্বাক্ষর ।

14. মৃত সীতা লাহিড়ীর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট, উপস্থিত সাক্ষীর প্রমাণ এবং আবেদনকারীর প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত, এই আদালত খুঁজে বুঝেছে যে আবেদনকারী উইলটি প্রমাণ করেছেন এবং ২১ শে মে, ১৯৮০ তারিখের উইলটিতে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি বলে মনে হয় না।

15. উপরের বিষয়টি বিবেচনা করে, সমস্ত নিয়ম সম্পন্ন সাপেক্ষে ২১ শে মে, ১৯৮০ তারিখের মৃত সীতা লাহিড়ীর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে প্রোবেট দেওয়া হয়।

উইল সংযুক্ত করে তদনুসারে প্রোবেট জারী করা হবে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।